GENERAL QUESTION

লীলা মজুমদার

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে লীলা মজুমদারের অবদান আলোচনা কর ।

লীলা দেবী উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়ের উত্তরসাধিকা রূপে বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্য কেবল শিশুদের জন্য নয়, বড়োদেরও খুব প্রিয়। শিলং এর লরেটো কনভেন্টে তাঁর বাল্যশিক্ষা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ছোটো ও বড়দের জন্য অজস্র রচনা লিখেছেন। তাঁর সৃজনশীল মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর যে সব রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে, সেগুলি হল-

ক) দিনেদুপুরে,
খ) বদ্যিনাথের বাড়ি,
গ) চীনে লণ্ঠন,
ঘ) হৃদয়ে পখির পালক,
ঙ) বাঘের চোখ,
চ) বকবধ পালা,
ছ) টং লিং,
জ) লঙ্কা দহন পালা,
ঝ) পদি পিসির বর্মি বাক্স প্রভৃতি

তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনায় শিশুদের চিত্তাকর্ষী মনোজগতের এক অপূর্ব লীলাময় জগৎ তিনি গড়ে তুলেছেন। ভাবে ভাষায় ও রচনার ভঙ্গিমায় শিশুচিত্তের রংবেরঙের বৃহৎ বিচিত্র লীলাকে তিনি যাদুকরের মতো চমৎকার প্রত্যক্ষগম্য করে তুলেছেন।

লীলা মজুমদারের স্মৃতিচারণা বিষয়ক আত্মজীবনী শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় কেশবচন্দ্র সেনের ‘বালক বন্ধু’ পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যমন্ডিত। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৮ সালে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী লেখিকার শুভ আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আত্মচরিত ‘পাকদন্ডী’ এক অসাধারণ সৃষ্টি।

লীলাদেবী শিশুচিত্তের গভীরে ডুব দিয়ে শিশু হয়েই সারাজীবন শান্ত ও নির্দন্দ্ব হয়ে কাটিয়েছেন। তাই তার সমস্ত রচনায় স্বচ্ছতা ও বৈচিত্রতা রয়েছে। কচিকাচারা ছিল তার প্রণের দোসর। সমলোচকের মতে, তাঁর রচনায় সংলাপ খুবই জীবন্ত, স্বাভাবিক ও প্রাণোচ্ছল। তাঁর সম্পর্কে খ্যাতিমান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যথার্থই মন্তব্য করেছেন-

> “আমরা যারা তাঁর নানান বই পড়েছি তারা জানি যে, তিনি যখন ছোটদের জন্য লিখতে বসতেন তখন এক যাদুমন্ত্রের দোয়াতে কলমটা ডুবিয়ে নিতেন।”

বাস্তবিকই লীলাদেবী লিখতে বসলে তাঁর ঘাড়ে পান্ডিত্য চেপে বসতে পারতো না। তখন তিনি একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন। ঝরণাধারার মত তার কলম ছুটত। তার লেখা পড়ে পাঠক সাধারণের মনে হত,-

বনপথে ঝিকিমিকি ঝরণা চলে
আলোছায়া রেখাখানি আঁকা আচলে।

তিনি ছিলেন প্রকৃতই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের মতো অসাধারণ শিশু সাহিত্যিক। শিশু মনের অলিতে গলিতে ডুব দিয়ে তিনি উজ্জ্বল মণিমুক্তোর সম্পদ রেখে গেছেন চিরকালের শিশুদের জন্য।

সাহিত্য সাধনায় কৃতিত্বের জন্য লীলাদেবী রবীন্দ্রপুরষ্কার, সংগীত নাটক আকাদেমি পুরষ্কার, আনন্দ পুরষ্কার, শিশুসাহিত্য পুরষ্কার ও অন্যান্য বহুবিধ পুরষ্কার লাভ করেছেন। ২০০৭ সালের ৫ ই এপ্রিল তিনি মর্ত্যের বন্ধন ছিন্ন করে অমৃতলোকে পাড়ি দিলেন। আর শিশুদের জন্য কালের হাতে রেখে গেলেন তাঁর অমূল্য সৃষ্টির সম্পদ।

মন্মথ রায়

বাংলা নাটকে মন্মথ রায়ের অবদান আলোচনা কর।

বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের উজ্জ্বল পুরুষ ও চলমান জীবনধারার শিল্পী মন্মথ রায়। তাঁর নাটকে জীবনের জটিলতার বক্রকুটিল ভাবনার দ্বন্দ্বসংক্ষোভ রূপ পেয়েছে। তিনি প্রগতিশীল নাট্যভাবনার শরিক। অর্থনৈতিক শোষনে ক্লিষ্ট, সামাজিক অত্যাচারে নিস্পেষিত, রাজনৈতিক শাসনে জর্জরিত মানুষের ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন নাটকে। তাঁর সম্পর্কে ড: অজিত কুমার ঘোষ জানিয়েছেন,-

> 'সুক্ষ্মতম অর্ন্তদ্বন্দ্বের প্রতিটি পরদা ইনি অতি নিপুণ হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন, এই অন্তদ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।'
>
> বাংলা নাটকের ইতিহাস

মন্মথ রায়ের নাটকের শিল্পরূপও অসামান্য। নিটোল গাঁথুনি, রূপের দ্যুতি, সংলাপের ঝকঝকে শানিত প্রকাশ তাঁর নাটককে অসামান্য সমৃদ্ধ করেছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশাত্মবোধক জীবনী নাটক ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের প্রায় ৬০টি নাটক তিনি লিখেছেন। আধুনিক অর্থে একাঙ্ক নাটকের তিনি প্রথম ও অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তার রচিত একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি।

কারাগার (১৯৩০) মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্থ থেকেও নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের এমন এক অগ্নিময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন যে, এটা দীর্ঘকাল ধরে মুক্তিকামী জনগণের চিত্তে প্রবল উত্তেজনা জাগিয়ে এসেছে। তাঁর অপরাপর পৌরাণিক নাটকগুলি হল-

ক) দেবাসুর
খ) সাবিত্রী
গ) চাঁদসদাগর
ঘ) সীতা

মন্মথ রায় যদিও প্রচলিত নাট্যধারা অনুসরণ করে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল,-

ক) খনা
খ) অশোক
গ) মীরকাশিম
ঘ) সাঁওতাল বিদ্রোহ
ঙ) অমৃত অতীত

মন্মথ রায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার ও বাংলা একাঙ্ক নাট্য রচয়িতাদের অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর রচিত 'মুক্তির ডাক' নাটকটিকে অনেকেই প্রথম প্রকৃত একাঙ্ক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৩১ সালে মন্মথ রায়ের আটটা নাটক নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রথম একাঙ্ক নাট্য সংকলন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মন্মথ রায় নবনাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে পড়েন। তাঁর এই পর্বে লেখা নাটকগুলি হল,-

ক) মমতাময়ী হাসপাতাল
খ) পথে বিপথে

গ) ধর্মঘট
ঘ) চাষীর প্রেম
ঙ) বন্দিতা
চ) মহাভারতী

১৯৫৮ সালে দশটি একাঙ্ক নাটক নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নব একাঙ্ক' নাট্য সংকলন। নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্কেষ্ট্রা, কামধেনু কবচ, অসাধারণ, বলো হরি হরি বোল ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় তার 'ফকিরের পাথর' নাট্যগুচ্ছ। ১৯৬৫ সালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের শতবর্ষ পালন উপলক্ষে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন-এর অনুরোধে তিনি লেখেন 'দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম'।মন্মথ রায় জানিয়েছেন,-

'যে পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী
রচনা করেছিলেন তারই পটভূমিতে আমার এ নাটক রচিত হয়েছে।'

মন্মথ রায় অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ নাট্যসম্মান দীনবন্ধু পুরস্কার তাঁর প্রাপ্য প্রথম সম্মান। সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু আর্ন্তজাতিক পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধাংশুবালা নাট্য পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটকের মহৎ স্রষ্টা এবং একাঙ্ক নাটকের সম্রাট মন্মথ রায়ের অবদান কোনদিন বিস্মৃত হবার নয়।

4th sem General – Mil
Study Material – short question

১.প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম ছোট গল্প কোনটি? এটি কবে, কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উ : রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প ভিখারিনী । এটি ১২৫৯ এ ভাদ্র সংখ্যা, ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২.প্র : নারীর মূল্য কার লেখা? এখানে লেখক কোন ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন?

উ : নারীর মূল্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। এখানে তিনি অনিলা দেবী ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন।

৩.প্র : রাজশেখর বসুর রচনার মূল রস কী?

উ : কৌতুক তথা হাস্যরস। তাঁর ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ঘেষা, সংযত স্নিগ্ধ রসিকতা। বুদ্ধিদীপ্ত হুইট তাঁর হাস্যরসের বিষয়বস্তু। ভাড়ামির স্থুলতা কোথাও নেই।

৪.প্র : তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন কোন উপন্যাসটির জন্য? এই উপন্যাসের দুটি চরিত্রের নাম লেখ।

উ : তারাশঙ্করের জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসটির নাম গণদেবতা। এই উপন্যাসের দুটি চরিত্র হল ছিরুপাল, দ্বারিক চৌধুরী।

কবি

১.প্র : চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল - এখানে কার কথা বলা হয়েছে? সে কোন বংশে জন্মেছিল?

উ : এখানে নিতাই চরণের কথা বলা হয়েছে। সে ছিল ডোম বংশের সন্তান।

২.প্র : মহাপীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কী? কোন পূর্ণিমায় তার পূজা হয়?

উ : মহাপীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম দেবী চামুন্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় তার পূজা হয়।

৩.প্র : ঘটনাটি লোকের চোখে তখনও ভাসে- ঘটনাটি কি?

উ : রোজ সন্ধ্যায় নিতাই বইয়ের দপ্তর কাধে নিয়ে কালিপড়া লণ্ঠন হাতে নাইট স্কুলে যায় ।

4th sem General – UNIT-1
Study Material – short question

১.প্র : 'শিশুসাহিত্য' কথাটি কে প্রথম কোথায় ব্যবহার করেছিল? ইংরেজিতে শিশুসাহিত্যকে কি নামে অভিহিত করা হয়?

উ : সাহিত্যিক রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রথম 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছিল। ১৮৯৯ খ্রি: প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত খুকুমনি ছড়া গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

২.প্র : ঠাকুমার ঝুলি গ্রন্থটির লেখক কে? তার লেখা কয়েকটি শিশু সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।

উ : ঠাকুমার ঝুলি গ্রন্থের লেখক উনিশ শতকের বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার । তাঁর লেখা কয়েকটি শিশু সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হল- ১. ঠাকুমার ঝুলি
২. দাদামশাইয়ের থলে
৩. ঠানদিদির থলে

৩.প্র : ছোটদের জন্য লেখা সুকুমার রায়ের গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ কর।

উ : ছোটদের জন্য লেখা সুকুমার রায়ের গ্রন্থগুলি হল- 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'আবোল তাবোল', 'খাই-খাই', 'পাগলা দাশু', 'হ য ব র ল'।

৪.প্র : 'হারাধনের দশটি ছেলে' কবিতাটি কার লেখা ? এটি তার কোন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ?

উ : কবিতাটি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা একটি জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য কবিতা, কবিতাটি 'হাসিখুশি' গ্রন্থের অর্ন্তগত।